গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
শাখা-বিধি-২।

নং সম (বিধি-২)-আর-৮/২০০৯-৪৭৭ তারিখ ঃ ২২ ডিসেম্বর, ২০০৯ খ্রিঃ / ০৮ পৌষ, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ

প্রজ্ঞাপন

বিষয়ঃ- **মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও সরকারি অফিস, প্রতিষ্ঠানসমূহের নন ক্যাডার নিয়োগবিধি প্রণয়ন পদ্ধতি সংক্রান্ত নির্দেশনা।**

মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর , পরিদপ্তর ও সরকারি অফিস, প্রতিষ্ঠানের নিয়োগবিধি প্রণয়ন ও সংশোধনের প্রস্তাব যথাযথ ও সঠিকভাবে প্রেরণের জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয় হতে ইতোপূর্বে বিভিন্ন নির্দেশনা জারি করা হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ যথাযথভাবে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব প্রেরণ না করার কারণে নিয়োগবিধি প্রণয়নে দীর্ঘসূত্রীতা দেখা দেয়। কখনও কখনও বাচিত তথ্যাদি ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যথাসময়ে প্রেরণ না করার কারণে নিয়োগ বিধি প্রণয়ন/সংশোধনের প্রস্তাব নাকচ করতে হয়। ফলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি, চাকরি নিয়মিতকরণ, চাকরি স্থায়ীকরণে অযথা জটিলতার সৃষ্টি হয়। এতে করে একদিকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান যেমন ক্ষতিগ্রস্থ হয় অন্যদিকে কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হয় এবং দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

২.০০ উপরোক্ত অবস্থার কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিয়োগ বিধি প্রণয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিয়োগ বিধি প্রণয়ন/সংশোধন প্রস্তাব প্রেরণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণের জন্য অনুরোধ করা হলঃ-

(১) সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ২৭/০৮/০৩ তারিখের সম (বিধি-১) আর-৮/২০০৩-১৮২(১০০) নং পরিপত্রের মাধ্যমে নিয়োগ বিধি প্রণয়ন/সংশোধনে গতিশীলতা আনয়নের জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-ক)। পরিপত্রটির সময়সীমা সংক্রান্ত নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

(২) নিয়োগবিধি প্রণয়ন/সংশোধনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অনুসরণ করতে হবে ঃ

(ক) নতুন নিয়োগবিধি প্রণয়নের ক্ষেত্রে মডেল নিয়োগ বিধিমালা অনুসরণপূর্বক খসড়া প্রজ্ঞাপন প্রস্তুত করতে হবে (পরিশিষ্ট-খ);

(খ) তফসিলে বর্ণিত প্রত্যেক পদের নীচে পদের সংখ্যা ও বেতনস্কেল উল্লেখ করতে হবে;

(গ) পদসৃষ্টির জি,ও তে উল্লিখিত পদনাম কোনরূপ পরিবর্তন না করে তফসিলে হুবহু অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

(ঘ) প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পালনপূর্বক জি,ও জারির মাধ্যমে যে সকল পদ সৃষ্ট হয়নি অথবা পদ মর্যাদা বা বেতনস্কেল উন্নীত হয়নি অথবা পদবী পরিবর্তন করা হয়নি সে সকল পদ প্রস্তাবিত তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না;

(ঙ) পদোন্নতির বিধান সংযোজনের ক্ষেত্রে পদোন্নতি পদের পূর্ণ বেতন প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম চাকরির মেয়াদ ও ফিডার পদের চাকরির সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ এ বর্ণিত শর্তাবলী অনুসরণ করতে হবে;

(চ) সরকার কর্তৃক জারিকৃত সরকারি/স্বায়ত্ব শাসিত/জাতীয়কৃত প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির অধীনে বিভিন্ন চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা নির্ধারণ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী অনুসরণ করতে হবে।

(৩) উপ-কমিটির বিবেচনার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কোন কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত/প্রত্যায়িত/স্বাক্ষরিত নিম্নোক্ত কাগজপত্র প্রস্তাবের সাথে প্রেরণ করতে হবেঃ

(৩.১) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট উপ-সচিব কর্তৃক স্বাক্ষরিত সার-সংক্ষেপসহ প্রস্তাবের ১০ (দশ) সেট;

(৩.২) সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম;

(৩.৩) তফসিলসহ বিদ্যমান নিয়োগ বিধির পূর্ণাঙ্গ কপি;

(৩.৪) প্রস্তাবিত পদসমূহের কার্যাবলী ;

(৩.৫) বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত নিয়োগবিধিমালার তফসিলের তুলনামূলক বিবরণী (পরিশিষ্ট-গ)। তুলনামূলক বিবরণী প্রস্তুতের ক্ষেত্রে নির্ধারিত ছক অনুযায়ী প্রস্তাবিত নিয়োগবিধি অংশে পদের নাম, বেতনক্রম, পদসংখ্যা, সরাসরি নিয়োগের জন্য পদসংখ্যা, পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের জন্য পদসংখ্যা, প্রেষণে নিয়োগের জন্য পদসংখ্যা, পদভিত্তিক ফিডার পদসংখ্যা, পদভিত্তিক ফিডার পদের বেতনক্রম উল্লেখ করতে হবে। প্রচলিত নিয়োগ বিধি অংশে বিদ্যমান নিয়োগ বিধিতে যেরূপভাবে এন্ট্রি রয়েছে হুবহু সেরূপে উল্লেখ করতে হবে। পদের নাম, পদসংখ্যা, বেতনস্কেল উল্লেখ করতে হবে। তুলনামূলক বিবরণীতে মন্তব্য অংশে প্রতিটি সংশোধনের প্রস্তাবের যৌক্তিকতা উল্লেখ করতে হবে।

(৩.৬) পদসৃষ্টি সংক্রান্ত অর্থ বিভাগ কর্তৃক পৃষ্ঠাংকিত জি,ও। পৃষ্ঠাংকিত জি,ও না থাকার ক্ষেত্রে পদসৃষ্টি সংক্রান্ত সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সম্মতির কপি এবং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত পদসৃষ্টির জি,ও;

(৩.৭) অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন ও প্রবিধি অনুবিভাগের বেতনস্কেল যাচাই সংক্রান্ত পত্র।

(৩.৮) প্রস্তাবের সাথে "Sutonny MJ" ফন্ট এ সার-সংক্ষেপ, খসড়া প্রজ্ঞাপন (তফসিলসহ), তুলনামূলক বিবরণী সম্বলিত (সিডি)'র ১ (এক) কপি প্রেরণ করতে হবে।

৩.০০। নিয়োগবিধি পরীক্ষণ সংক্রান্ত উপ-কমিটির সভায় প্রস্তাবটি সুপারিশ করা হলে সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ, মন্ত্রণালয়ের/বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণপূর্বক সচিবের স্বাক্ষরে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির বিবেচনার জন্য নিয়োগবিধি পরীক্ষণ সংক্রান্ত উপ-কমিটির সভার কার্যবিবরণী ও পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদসমূহে বর্ণিত তথ্যাদি ও কাগজপত্রসহ যথাযথ সংলাগ নির্দেশপূর্বক সার-সংক্ষেপ আকারে প্রস্তাবের ৩০ (ত্রিশ) সেট সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে। নিয়োগবিধি পরীক্ষণ সংক্রান্ত উপ-কমিটির সভায় সুপারিশকৃত খসড়া প্রজ্ঞাপন প্রস্তাবটিতে হুবহু অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির বিবেচনার জন্য নিয়োগ বিধি প্রণয়ন/সংশোধনের প্রস্তাব সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যম ব্যতীত সরাসরি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা যাবে না।

৪.০০। প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি নিয়োগবিধি প্রণয়ন/সংশোধনের প্রস্তাবটি বিবেচনার পর উক্ত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী প্রয়োজনে খসড়া প্রজ্ঞাপন সংশোধনপূর্বক প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪০(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ গ্রহণ করবে। কমিশনের পরামর্শ প্রাপ্তির পর খসড়া নিয়োগবিধি আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ভেটিং এর জন্য প্রেরণ করতে হবে। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভেটিং এর পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদন গ্রহণ করে নিয়োগবিধিমালাটি জারি করতে হবে। জারির পর নিয়োগ বিধিমালার ১টি কপি সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

22/12/07

(সামসুদ্দিন আহমেদ ভূঁইয়া)
উপ-সচিব (বিধি-১)

বিতরণ ঃ
১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩। সচিব,
--সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
(তাঁর আওতাধীন সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/ দপ্তর/প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করার অনুরোধসহ)
৪। মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সিএন্ডএজি'র কার্যালয়, ৪৩ নং কাকরাইল সড়ক, ঢাকা।
৫। সচিব, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়, পুরাতন বিমানবন্দর ভবন, ঢাকা।

পরিশিষ্ট-খ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
--------------------------মন্ত্রণালয়
--------------------------বিভাগ
শাখা--------------------

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ----------------- খ্রিঃ /-------------বঙ্গাব্দ।

নং এস,আর, ও ----------------------- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩৩ অনুচ্ছেদের শর্তাংশে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি, উক্ত সংবিধানের ১৪০(২) অনুচ্ছেদের বিধান মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিলেন, যথাঃ-

১। সংক্ষিপ্ত শিরনামা।- এই বিধিমালা ---------------------- নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা- বিষয় কিংবা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,-

(ক) "কমিশন" অর্থ বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন;

(খ) "তফসিল" অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযোজিত তফসিল;

(গ) "নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ" অর্থ সরকার বা সরকার কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত যে কোন কর্মকর্তা;

(ঘ) "পদ" অর্থ তফসিলে উল্লেখিত কোন পদ;

(ঙ) "প্রয়োজনীয় যোগ্যতা" অর্থ সংশ্লিষ্ট পদের জন্য উল্লেখিত যোগ্যতা;

(চ) "শিক্ষানবীশ " অর্থ কোন পদে শিক্ষানবীশ হিসাবে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি;

(ছ) "স্বীকৃতি প্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়" বা "স্বীকৃতি প্রাপ্ত বোর্ড" অর্থ আপাততঃ বলবৎ কোন আইনের দ্বারা বা আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড বুঝাইবে এবং এই বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বলিয়া ঘোষিত অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩। নিয়োগ পদ্ধতি ।- (১) তফসিলে বর্ণিত বিধান সাপেক্ষে এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৯ (৩) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সংরক্ষণ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী সাপেক্ষে কোন পদে নিম্ন বিধৃত পদ্ধতিতে নিয়োগদান করা হইবে ঃ-

(ক) সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে;

(খ) পদোন্নতির মাধ্যমে;

(গ) প্রেষণে বদলীর মাধ্যমে।

(২) কোন ব্যক্তিকে কোন পদে নিয়োগ করা হইবে না যদি তজ্জন্য তাঁহার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকে, এবং সরাসরি নিয়োগ-ক্ষেত্রে, তাঁহার বয়স উক্ত পদের জন্য তফসিলে বর্ণিত বয়ঃসীমার মধ্যে না হয়।

৪। সরাসরি নিয়োগ।-

(১) কমিশনের সুপারিশ ব্যতিরেকে কমিশনের আওতাভুক্ত কোন পদে কোন ব্যক্তিকে সরাসরি নিয়োগ করা যাইবে না।

(২) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত বাছাই কমিটির সুপারিশ ব্যতিরেকে কমিশনের আওতা বহির্ভূত কোন পদে সরাসরি নিয়োগ করা চলিবে না।

(৩) কোন পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য কোন ব্যক্তি যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না, যদি তিনি-

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন, অথবা বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা না হন, অথবা বাংলাদেশের ডমিসাইল না হন;

(খ) এমন কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করেন অথবা বিবাহ করিবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন যিনি বাংলাদেশের নাগরিক নহেন।

(৪) কোন পদে সরাসরি নিয়োগ করা হইবে না, যদি-

(ক) নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত ব্যক্তির স্বাস্থ্য পরীক্ষার উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক কর্তৃক গঠিত মেডিকেল বোর্ড অথবা, ক্ষেত্রবিশেষে, তৎকর্তৃক মনোনীত কোন মেডিকেল অফিসার এই মর্মে প্রত্যয়ন না করেন যে, উক্ত ব্যক্তি স্বাস্থ্যগতভাবে অনুরূপ পদে নিয়োগযোগ্য এবং তিনি এইরূপ কোন দৈহিক বৈকল্যে ভুগিতেছেন না, যাহা সংশ্লিষ্ট পদের দায়িত্ব পালনে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে পারে; এবং

(খ) এইরূপে বাছাইকৃত ব্যক্তির পূর্ব কার্যকলাপ যথাযোগ্য এজেন্সীর মাধ্যমে তদন্ত না হইয়া থাকে ও তদন্তের ফলে দেখা না যায় যে, প্রজাতন্ত্রের চাকুরীতে নিযুক্তির জন্য তিনি অনুপযুক্ত নহেন।

(৫) কোন ব্যক্তিকে কোন পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হইবে না, যদি তিনি-

(ক) উক্ত পদের জন্য কমিশন কর্তৃক বা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দরখাস্ত আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ফিসহ যথাযথ ফরম ও নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে দরখাস্ত দাখিল না করেন;

(খ) সরকারী চাকুরী কিংবা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চাকুরীতে নিয়োজিত থাকাকালে স্বীয় উর্দ্ধতন কর্মকর্তার মাধ্যমে দরখাস্ত দাখিল না করেন।

৫। পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ।-

(১) এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক গঠিত সংশ্লিষ্ট বাছাই/নির্বাচন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কোন পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ করা যাইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ৩য় শ্রেণী হইতে ২য় শ্রেণী এবং ২য় শ্রেণী হইতে ১ম শ্রেণীর পদে কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ করা যাইবেঃ

(২) যদি কোন ব্যক্তির চাকুরীর বৃত্তান্ত সন্তোষজনক না হয় তাহা হইলে তিনি কোন পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের জন্য যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না।

৬। শিক্ষানবিশী।-

(১) স্থায়ী শূন্য পদের বিপরীতে কোন পদে নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত ব্যক্তিকে শিক্ষানবীশ হিসাবে-

(ক) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, স্থায়ী নিয়োগের তারিখ হইতে দুই বৎসরের জন্য, এবং

(খ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে, এইরূপ নিয়োগের তারিখ হইতে এক বৎসরের জন্য, নিয়োগ করা হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া শিক্ষানবীশীর মেয়াদ এইরূপ সম্প্রসারণ করিতে পারেন যাহাতে বর্ধিত মেয়াদ সর্বসাকুল্যে দুই বৎসরের অধিক না হয়।

(২) যে ক্ষেত্রে কোন শিক্ষানবীশের শিক্ষানবীশীর মেয়াদ চলাকালে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে তাহার আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক নহে, কিংবা তাহার কর্মদক্ষ হওয়ার সম্ভাবনা নাই সেইক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ-

(ক) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, শিক্ষানবীশের চাকুরীর অবসান ঘটাইতে পারিবেন;

(খ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে, তাঁহাকে যে পদ হইতে পদোন্নতি দেওয়া হইয়াছিল সেই পদে প্রত্যাবর্তন করাইতে পারিবেন।

(৩) শিক্ষানবীশীর মেয়াদ, বর্ধিত মেয়াদ থাকিলে তাহাসহ, সম্পূর্ণ হওয়ার পর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ-

(ক) যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, শিক্ষানবীশীর মেয়াদ চলাকালে কোন শিক্ষানবীশের আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক, তাহা হইলে (৪) উপ-বিধির বিধান সাপেক্ষে, তাঁহাকে চাকুরীতে স্থায়ী করিবেন, এবং

(খ) যদি মনে করেন যে, উক্ত মেয়াদ চলাকালে শিক্ষানবীশের আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক ছিল না, তাহা হইলে উক্ত কর্তৃপক্ষ-

(অ) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, তাহার চাকুরীর অবসান ঘটাইতে পারিবেন; এবং

(আ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে তাহাকে যে পদ হইতে পদোন্নতি দেওয়া হইয়াছিল সেই পদে প্রত্যাবর্তন করাইতে পারিবেন;

(৪) কোন শিক্ষানবীশকে কোন নির্দিষ্ট পদে স্থায়ী করা হইবে না যতক্ষণ না সরকারী আদেশবলে সময়ে সময়ে যে পরীক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়, সেই পরীক্ষায় তিনি পাশ করেন ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

তফসিল

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়সসীমা	নিয়োগ পদ্ধতি	যোগ্যতা
১	২	৩	৪	৫

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
বিধি-১ শাখা

নং-সম (বিধি-১)আর-৮/২০০৩-১৮২(১০০)

তারিখঃ ২৭-০৮-২০০৩ / ১২-০৫-১৪১০

পরিপত্র

বিষয়ঃ নিয়োগবিধি প্রণয়ন/সংশোধনে গতিশীলতা আনয়নে সময়সীমা নির্ধারণ।

সকল সরকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহে নিয়োগবিধির ভিত্তিতে নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে থাকে। কোন সরকারী সংস্থার নিয়োগবিধি প্রণয়ন/সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে ৮টি ধাপ অতিক্রম করতে হয়। এ প্রক্রিয়ার প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপ যথাক্রমে সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়। প্রাপ্ত তথ্য সমূহ পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে নিয়োগবিধি প্রণয়ন প্রক্রিয়ার সময়ের সিংহভাগ প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপে অতিবাহিত হয়। এর ফলে নিয়োগবিধি প্রণয়ন প্রক্রিয়া বছরের পর বছর বিলম্বিত হয়ে থাকে। ফলশ্রুতিতে নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রক্রিয়া অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে বিলম্বিত হওয়ায় কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষ ও হতাশা পরিলক্ষিত হয় এবং প্রশাসনে স্থবিরতা দেখা দেয়। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের উদ্দেশ্যে এবং প্রশাসনে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে নিয়োগবিধি প্রণয়নের প্রক্রিয়া সহজীকরণ ও গতিশীলকরণের জন্য বিষয়টি প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে নিয়োগবিধি প্রণয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে প্রতিটি ধাপে নিম্নলিখিত সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হলঃ

(১) প্রস্তাবক দপ্তর থেকে প্রস্তাব প্রাপ্তির পর প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সুপারিশসহ স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য —— ৩০ (ত্রিশ) দিন;

(২) (ক) প্রস্তাব প্রাপ্তির পর সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের নিকট উপযুক্ত বিবেচিত হলে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সচিব কমিটিতে প্রেরণের জন্য —— ১৫ (পনের) দিন;
(খ) সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের নিকট প্রস্তাব উপযুক্ত মনে না হলে পুনঃ প্রস্তাব প্রেরণের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সময় প্রদান —— ১৫ (পনের) দিন;
(গ) প্রাপ্ত পুনঃ প্রস্তাব সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরীক্ষার জন্য——১৫ (পনের) দিন;
এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের নিকট উপযুক্ত বিবেচিত না হলে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রাপ্ত প্রস্তাব নাকচ ঘোষনা এবং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অবহিতকরন;
(ঘ) নাকচ ঘোষিত প্রস্তাব প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নতুনভাবে প্রক্রিয়াকরণ।

(৩) সচিব কমিটির বিবেচনার জন্য —— ৩০ (ত্রিশ) দিন;

(৪) সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক পরীক্ষা ও মতামত প্রদান—৩০ (ত্রিশ) দিন;

(৫) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভেটিং প্রদান — ১৫ (পনের) দিন;

(৬) চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদন — ১৫ (পনের) দিন;

(৭) এস আর ও জারী — ৭ (সাত) দিন।

২। উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে নিয়োগবিধি প্রণয়ন/সংশোধন প্রক্রিয়াকরণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হল।

(মুহম্মদ আতাউর রহমান)
যুগ্ম-সচিব(বিধি)

বিতরণঃ

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়।
২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, ঢাকা।
৩। সচিব, ______________________, সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
৪। মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয়, ১৮/৯, শহীদ [illegible] নজরুল ইসলাম স্মরণী, ঢাকা-১০০০।
৫। সচিব, বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন সচিবালয়, পুরাতন বিমান বন্দর ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
৬। সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, দপ্তর, অফিস, সংস্থা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান।
৭। নিয়ন্ত্রক, মুদ্রণ, লেখসামগ্রী, ফরম ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা। (তাঁকে পরিপত্রটি পরবর্তী গেজেটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।

পরিশিষ্ট-গ

প্রচলিত নিয়োগবিধি এবং প্রস্তাবিত নিয়োগবিধির তফসিলে উল্লেখিত পদসমূহের মধ্যে পার্থক্যের তুলনামূলক বিবরণী

(প্রচলিত নিয়োগবিধি রহিত করতঃ নতুন নিয়োগবিধি প্রণয়ন এবং প্রচলিত নিয়োগবিধি সংশোধনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

....

প্রচলিত নিয়োগবিধি					প্রস্তাবিত নিয়োগবিধি					
ক্রমিক নং	পদের নাম, বেতনক্রম ও পদসংখ্যা	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়সসীমা	নিয়োগ পদ্ধতি	যোগ্যতা	ক্রমিক নং	পদের নাম, বেতনক্রম, পদসংখ্যা, সরাসরি নিয়োগের জন্য পদসংখ্যা, পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের জন্য পদসংখ্যা, প্রেষণে নিয়োগের জন্য পদসংখ্যা, ফিডার পদসংখ্যা (পদভিত্তিক), ফিডার পদের বেতনক্রম (পদভিত্তিক)।	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়সসীমা	নিয়োগ পদ্ধতি	যোগ্যতা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	১	২	৩	৪	৫	৬

স্বাক্ষরঃ..

কর্মকর্তার নামঃ..

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নামঃ ....